দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM
০৫-০৯-০৮

বগুড়া-ভিত্তিক উত্তরবাংলার উন্নয়ন

ড. এম আজিজুর রহমান

বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সত্যি কথা বলতে কি পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী তিনটির দুধারে শক্ত ও সুনিশ্চিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিতে না পারলে দেশের কৃষক, কৃষি পেশায় নিয়োজিত লোকজন ও এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের খাদ্যাভাব দূর করা খুবই কঠিন হবে।

কৃষি উৎপাদনে বিশেষ করে ধান (নাজির শাইল, পাইজাম), লাল আলু, কাঁচা ও শুকনা মরিচ, কলা, শাক-সবজি, শীত ও গ্রীষ্মকালীন ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনে বগুড়ার কৃষক শ্রেণী সফলতা অর্জন করেছেন। বগুড়ায় উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশ প্রায় সারা দেশেই সরবরাহ করা হয়। ইদানীং প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা উৎপাদনের কারণে সমগ্র উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে বগুড়ায় ভারত থেকে আর কোন পশুখাদ্য আমদানি করতে হয় না।

কৃষি জগতে বগুড়া পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা রেখেছে ক্ষুদ্র আকারে যান্ত্রিক (Mechanised Cultivation) চাষাবাদ এর নেতৃত্ব প্রদানের জন্যে। এখানে যান্ত্রিক চাষের জন্যে খুচরা যন্ত্রপাতি তৈরির বেশকিছু শিল্পকারখানা রয়েছে। বগুড়ায় উৎপাদিত এ সব কৃষি সরঞ্জামাদি প্রায় সারা দেশে সরবরাহ হয়। তারপরেও ভাল লাগে যে বগুড়ার গ্রামে গঞ্জে অনেক চাষী বেশ কিছু উচ্চ ফলনশীল ধানের নাম ও বিঘা প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ কত হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা রাখে।

বগুড়াকে উত্তরবাংলার মত একটি বিশাল জনপদের প্রবেশদ্বার ও কেন্দ্র বলা হয়। পশ্চিম বগুড়ার পুরো এলাকা জুড়ে সমতল, উর্বর, লাল মাটি ও উঁচু ভূমিতে সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলটি বর্ষাজনিত দুর্যোগ মুক্ত হওয়ায় সারাদেশ ও উত্তরবাংলার মাত্র বেশ কয়েকটি অঞ্চলের ভেতরে ধান উৎপাদনে বগুড়া একটি উদ্বৃত্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত। এখানকার উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্য সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

জনশ্রুতি আছে বগুড়া থেকে শুরু করে ফুলবাড়ি, দিনাজপুর, জয়পুরহাট ও পাহাড়পুরসহ সমগ্র বৃহত্তর বগুড়া অর্থাৎ ভারতের সীমান্তবর্তী এ সব এলাকা কয়লার খনিতে ভরপুর। এসব এলাকায় কয়লার উত্তোলন এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। কয়লা উত্তোলন ও তা থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সমগ্র বাংলাদেশে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। তাহলে স্বাভাবিক গতিতে বগুড়া ও উত্তরাঞ্চলে অনেক শিল্প কারখানা যেমন কাঁচ মিল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, সার কারখানা আপনা-আপনি গড়ে উঠবে।

এ কথা সত্য যে উত্তরবাংলায় তেমন কোন শিল্পায়ন হয়নি। মন্দের ভাল হিসেবে বগুড়ায় বেশ কিছু শিল্প কারখানার ইতিহাস রয়েছে। ইতোপূর্বে গ্যাসের অভাবে এই শিল্প কারখানাগুলোতে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় লাভজনক হারে শিল্প সামগ্রীর উৎপাদন সম্ভব হতো না। ইদানীং উত্তরাঞ্চলের জনপদের পক্ষে বগুড়া গ্যাস প্রাপ্তির সুবিধা অর্জন করেছে। যদিও গ্যাস প্রবাহের স্বল্পতার কারণে বগুড়ার শিল্প কারখানাগুলোতে এখনো স্বল্প খরচে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় নাই। অধিক মাত্রায় গ্যাসের প্রবাহ নিশ্চিত করা হলে এবং সেই সাথে কিছু বাড়তি সুবিধা যোগ করে বগুড়ায় বেশ কিছু পোশাক শিল্প স্থাপনের কথা ভাবা যেতে পারে। এ ছাড়া বগুড়ার শিল্পায়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলে ইপিজেড স্থাপন করা যেতে পারে। এ সব শিল্প-কারখানা স্থাপন করা গেলে বগুড়াসহ উত্তরাঞ্চলের বেকার সমস্যা অনেকটা দূর হবে।

আগেই বলা হয়েছে বগুড়াসহ উত্তরাঞ্চলে শিক্ষার হার সন্তোষজনক নয়। তাই ব্র্যাক ও অন্যান্য এনজিওকে উৎসাহিত করতে হবে বগুড়াসহ উত্তরাঞ্চলে অধিকহারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে। অত্র অঞ্চলে যে সব বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলোকে এমপিওভুক্ত করতে হবে। আংশিকভাবে হলেও বগুড়াসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা হার বাড়াতে হবে। সাথে সাথে আরো যেটা প্রয়োজন তাহল বৃহত্তর বগুড়া ও রংপুরে দুটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (University of Science and Technology) গড়ে তোলা। বগুড়াকে কেন্দ্র করে উত্তরবাংলার জেলাগুলোর শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিল্পায়ন এবং নিয়োগ সুবিধা সৃষ্টি করে বেকার সমস্যা দূরসহ উত্তরবাংলার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে।

ওপরের আলোচনা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষি সম্প্রসারণ ও শিল্প স্থাপন উভয়ক্ষেত্রে উত্তরবাংলার সামগ্রিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বগুড়া একটি সম্ভাবনাময় স্থান। আগের দু'একটি জরিপ থেকেও এ কথার সত্যতা পাওয়া গিয়েছে। তাই বগুড়াকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এটি সম্ভব হলে বিশাল জনসংখ্যা সমৃদ্ধি উত্তরাঞ্চলের অর্থনীতি সচল হবে, যা প্রকারান্তরে সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনীতিকেও গতিশীলতা দান করবে।